কমরেড সুবোধ ব্যানার্জীর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ

১৯৭৪ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর, কলকাতায় শহীদ মিনার ময়দানে সদ্যপ্রয়াত কমরেড সুবোধ ব্যানার্জীর স্মরণসভার বিশাল সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখান — দলের আদর্শ, চিন্তা ও বুনিয়াদি শিক্ষাগুলি অনুসরণ করে কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী কীভাবে বিপ্লব ও দলের কাছে আনন্দের সাথে নিঃশর্তে নিজেকে সমর্পণ করে দল ও বিপ্লবী গণআন্দোলনের একজন প্রথম সারির নেতা এবং দরিদ্র কৃষক, খেতমজুর ও শ্রমিক শ্রেণীর একজন একনিষ্ঠ কমিউনিস্ট নেতা হিসাবে নিজেকে গড়ে তুলেছিলেন।

কমরেড্‌স ও বন্ধুগণ,

এই শোকসভাতেও আমাকে বসে বলতে হচ্ছে, এর জন্য প্রথমেই আমি আপনাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

আপনারা বিভিন্ন বামপন্থী দলের নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে কমরেড ব্যানার্জী সম্বন্ধে শুনলেন।[১] একটা কথা সকলেই বলেছেন এবং আপনারা যাঁরা অগণিত মানুষ শ্রদ্ধা নিবেদন করতে, আপনাদের শোক, দুঃখ-বেদনা প্রকাশ করতে এখানে সমবেত হয়েছেন তাঁরাও, আমি জানি, সকলেই একবাক্যে একটা কথা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন, তাহল তিনি একজন একনিষ্ঠ কর্মী ও বিপ্লবী গণআন্দোলনের একজন বলিষ্ঠ নেতা ছিলেন। যে আদর্শ, নীতি, উদ্দেশ্যের কথা তিনি মুখে বলতেন, মানুষকে বোঝাতেন, নিজের জীবনকেও তিনি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তেমন করেই গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন। শুধু বক্তৃতা করবার সময় আদর্শ-নীতির কথা বলতেন, লেখবার সময় লিখতেন, অথচ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সেগুলো প্রয়োগ করতেন না — এমন ধরনের নেতা তিনি ছিলেন না। কমরেড সুবোধ ব্যানার্জীর চরিত্রের এই দিকটাই সর্বপ্রথমে আমি তাঁর শোকসভায় আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। নেতা অনেক আসে — আগেও এসেছে, ভবিষ্যতেও আসবে। আমার কাছে এবং আমাদের দলের কাছে এটাই একটা বড় বিচার্য বিষয় নয়। আপনারাও যাঁরা এইখানে এসেছেন — সকলেই জানেন যে, সকল দেশেই, এবং আমাদের দেশেও স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে এবং পরেও মুক্তিসংগ্রামে কত মানুষ সবকিছু ত্যাগ করেছেন, সর্বস্ব দিয়েছেন। এরকম মানুষ সব দেশেই বিপ্লবী আন্দোলনে অনেক এসেছেন। একথা না বললে মিথ্যাচার হবে। কোন নেতার প্রতিই শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়েও মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া ঠিক নয়। মিথ্যা দিয়ে বড় জিনিস গড়ে তোলা যায় না। জ্ঞানী-গুণী, পাণ্ডিত্যের অর্থেও দুনিয়ার ইতিহাস যাঁরাই জানেন, তাঁরা সকলেই স্বীকার করবেন — এদেশে-বিদেশে, সাম্যবাদী আন্দোলনে তারও অভাব হয়নি। কিন্তু যে কথাটা আমি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাইছি;তাহ'ল, অনেক বড় নেতাদেরও — যাঁদের অনেক ত্যাগস্বীকার করার ক্ষমতা আছে, সেইসব নেতাদের মধ্যেও যে জিনিসটি প্রায়শই দেখতে পাওয়া যায় না, সুবোধবাবুর কিন্তু সেটা ছিল। (এখানে কান্নায় গলা একেবারে বন্ধ হয়ে যায়, কিছুক্ষণ থেমে আবার বলতে শুরু করেন)। সুবোধবাবুর চরিত্রের সেই দিকটাই আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই, আপনাদের ধরিয়ে দিতে চাই। আমি তাঁকে জানি। (আবার গলা ধরে আসে)। বোধহয় আমার চেয়ে বেশি কেউ জানে না। দীর্ঘ আঠাশ বছর ধরে, তাঁর রাজনৈতিক জীবনের একদম শুরু থেকেই তিনি ছিলেন আমার ঘনিষ্ঠ সহযোগী। এই দীর্ঘ সময় ধরে সুখ-দুঃখ নানান ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও একটা জিনিস আমি দেখেছি। সেই কথাটাই আজ আমি আপনাদের বলব।

আমাদের দলের নেতাদের মধ্যে জনপ্রিয়তা এবং পরিচিতি তাঁরই ছিল সকলের চেয়ে বেশি। সবচেয়ে জনপ্রিয়, সবচেয়ে অধিক পরিচিত নেতা হিসাবে সমস্ত স্তরের মানুষের কাছ থেকে তিনি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও প্রশংসা লাভ করেছেন। এমনকী সরকারি দপ্তরগুলিতে, প্রেসমহলেও তাঁর যথেষ্ট সুনাম এবং প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। এমতাবস্থায়, এইরকম পরিবেশে — আমি নিজে ইতিহাস যতটুকু জানি, বিভিন্ন আন্দোলনকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যতটুকু দেখেছি, অনেক বড় বড় নেতা এবং বহু আদর্শবাদী মানুষকেও এই আন্দোলনগুলির মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে

আমি যত দেখেছি, তাতে দেখেছি, এইরকম অবস্থার মধ্যে বহু বড় নেতা এবং আদর্শবান মানুষও ব্যক্তিবাদ, হীন ব্যক্তিত্ব, অহম্ এবং হামবড়াভাব — এই সবের বিষময় প্রভাব থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারেননি। 'পপুলিজম্', অর্থাৎ বাইরের মানুষের সাথে ঠিক যেমনভাবে চললে, কথা বললে, আচরণ করলে সহজেই নাম কেনা যায়, সস্তায় জনপ্রিয়তা অর্জন করা যায় — সেই দিকেই লক্ষ্য রেখে বাইরে চলাফেরা করবার আদব-কায়দা যাঁরা রপ্ত করেন, তাঁরাই পপুলিজমের শিকার বনে যান। নাম কেনবার প্রবল আগ্রহের ফলেই এরকম ঘটে থাকে। এরই ফলে গণআন্দোলনের অনেক বড় নেতা এবং আদর্শবান মানুষকেও দেখেছি, কত সহজেই না মিথ্যা মর্যাদাবোধ এবং ব্যক্তিত্বের শিকার বনে গিয়েছেন। সুবোধবাবুকে আমি ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছি এবং সবচেয়ে ভালভাবে জানি বলেই বলছি — এইসব 'ব্যাকগ্রাউন্ড', অর্থাৎ পপুলিজম্-এর শিকার বনে যাওয়ার অনুকূল পরিবেশ চারপাশে মজুত থাকা সত্ত্বেও মার্কসবাদ-লেনিনবাদ, বিপ্লবী রাজনীতি এবং দলের চিন্তাধারা ও মূল শিক্ষাগুলি অনুযায়ী নিরলস সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শুধুমাত্র উচ্চ রাজনৈতিক চেতনার স্তর অর্জন করা — বক্তৃতা করবার বা সংগঠন করবার ক্ষমতা অর্জন করার কথা আমি বলছি না — রুচি, সংস্কৃতি, বিপ্লবী চরিত্র গঠনের দিক থেকে তিনি এমন একটা জায়গায় পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিলেন, যেখানে ব্যক্তিগত স্বার্থ, ব্যক্তিগত সবকিছু নিঃশর্তভাবে বিপ্লব এবং দলের আদর্শ ও রাজনীতির কাছে বিনা দ্বিধায় সবসময়ে সমর্পণ করতে পেরেছেন। এইটা অনেক বড় বিপ্লবী নেতাও পারেন না। অনেক বড় বড় কথা তাঁরা বলেন, কিন্তু আমি দেখেছি এটা অনেকেই পারেন না। (এই সময় কমরেড ঘোষের কণ্ঠস্বর আবার কান্নায় রুদ্ধ হয়ে আসে)। আমাদের কর্মীরা, নেতারা এবং বিপ্লবের অগ্রগামী সৈনিকরা যদি এই আসল জিনিসটা তাঁর থেকে নিতে পারেন, তাহলেই আমি মনে করব যে, আপনারা তাঁকে ঠিক ঠিক ভাবে যথার্থ মর্যাদা দিতে, শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে পেরেছেন।

'সুবোধবাবুর কোন দোষ ছিল না, সুবোধবাবুর সবই গুণ ছিল' — এটাও হবে মিথ্যাচার। সকল মানুষই দোষে-গুণে মিশ্রিত মানুষ। মার্কসও মানুষ, লেনিনও মানুষ, স্ট্যালিনও মানুষ, মাও সে-তুংও মানুষ — আমরা সকলেই মানুষ। যে উন্নত স্তরই আমরা অর্জন করি না কেন, সেই উন্নত স্তরেও, সাদামাটা কথায় আমাদের যা গুণাবলী হওয়া উচিত, তা না থাকলে, বা তার অভাব দেখা দিলে সেগুলোই হ'ল আমাদের চরিত্রের দোষের দিক। সেই অর্থে সমস্ত স্তরে, এমনকী সাম্যবাদী সমাজে যখন আমরা মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সে-তুঙের থেকেও উন্নত ধরনের মানুষকে চিন্তা করি, তাঁরাও কিন্তু সকলেই দোষে-গুণে মানুষ থাকবেন। পার্থক্য শুধু এইটুকু হয় — সাধারণ মানুষের যা দোষ এবং গুণ, বড়মানুষদের দোষ এবং গুণ ঠিক সেই জাতের নয়। অনেক সময় বাইরে থেকে দেখতে একরকম মনে হলেও আসলে একরকম নয়। আপনার যা মহা গুণের দিক, হয়তো সেইগুলিই একজন বড় মানুষের ক্ষেত্রে দোষের দিক হয়ে যায়। আরও উন্নত স্তর, আরও উচ্চস্তরে পৌঁছতে না পারলে অতীতের অর্জিত সর্বোচ্চ গুণাবলীগুলিও দোষে পর্যবসিত হয়। তাই সুবোধবাবু বড় মানুষ বলে, একজন নিষ্ঠাবান বিপ্লবী বলে তাঁর চরিত্রে কিছুই দোষ ছিল না — এ নয়। দোষে-গুণে সকল মানুষ। আমাদের সকলেরই কিছু কিছু দোষ আছে — যার যার আপন ক্ষেত্রে তার গুণাবলীর মাপকাঠিতে। আপন ক্ষমতার মাপকাঠিতে যে গুণ আমাদের থাকা দরকার, তা যখন সবসময়ে আমরা বজায় রাখতে পারি না — তখনই আমাদের দোষ দেখা দেয়। এ দোষ সকলেরই ঘটে। কিন্তু যে জিনিসটির প্রতি আপনাদের আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম — শ্রদ্ধা যদি দিতে হয়, তবে সেই দিক থেকেই দিতে হবে।

আজ এ দেশের সামনে গুরুতর সমস্যা। আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি, মানুষ সংগ্রাম অতীতেও গড়ে তুলেছিল, আবার গড়ে তুলবে — আবার সংগ্রাম হবে। সংগ্রাম তো হয়েছে। সংগ্রামে তো লক্ষ লক্ষ মানুষ কোরবানি দিতে এসেছে। কত ভাল প্রাণ, সুন্দর প্রাণ, কত নেতার জীবন কোরবানি হয়ে গেছে। কিন্তু আমরা যা চাইছি, আমরা যা চেয়েছি, আমাদের যা উদ্দেশ্য — সেই বিপ্লব, সেই সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা আমরা স্থাপনা করতে পারিনি। বিপ্লব কিন্তু আজও বহু দূরে। অথচ মানুষের মধ্যে বিক্ষোভ রয়েছে, সংগ্রামও আসবে। তাই "সংগ্রামী নেতা, তাঁর মৃত্যুতে সংগ্রামের ক্ষতি হ'ল" — শুধু এইটুকু বললে বা এরকমভাবে বললে বোধহয় সত্যিকারের শ্রদ্ধা দেওয়া হয় না। আমি অন্তত এভাবে তাঁকে বুঝিনি। আমি বুঝেছি — সংগ্রামটা যত নিষ্ঠার সঙ্গেই করা হোক্, রাস্তা, উদ্দেশ্য, চিন্তাধারা যদি ভুল হয়, ভ্রান্ত হয়, তা হলে হাজার নিষ্ঠা নিয়ে সংগ্রাম শুরু করলেও শেষপর্যন্ত তার দ্বারা মঙ্গল তো হয়ই না, বরঞ্চ অনিষ্টই সাধন করা হয়। ইতিহাস

আমাদের এই শিক্ষাই দিয়েছে। যদিও নিষ্ঠা হচ্ছে সব কিছুরই মূল বুনিয়াদ, তবুও শুধুমাত্র নিষ্ঠার দ্বারাই আমরা সংগ্রামকে জয়যুক্ত করতে পারি না। নিষ্ঠার সঙ্গে যে জিনিসগুলির একান্ত প্রয়োজন, তা হ'ল সঠিক নীতি-আদর্শ এবং সঠিক রাস্তা। সুবোধবাবুর যে গুণগুলোর তারিফ আপনারা করেন, আজকের এই দুঃসময়ে সমস্ত দিক থেকে সমাজজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যেখানে এমন অবনমন, এমন অবক্ষয় — যার বিষময় হাত থেকে বামপন্থী আন্দোলন, গণআন্দোলন, এমনকী বিপ্লবী আন্দোলনও মুক্ত নয় — রাজনৈতিক আন্দোলন, বিপ্লবী আন্দোলনের মধ্যেও যেখানে আদর্শহীনতা, নীতিহীন আচরণ প্রতি মুহূর্তে আমরা দেখতে পাই এবং যা আমাদের এমনভাবে আঘাত করে — সে সময়ে যে কথাটা সর্বদা মনে রাখা দরকার, সুবোধবাবুর যে গুণ, যে নিষ্ঠার কথা সকলেই স্বীকার করেন, ক্ষমতার এবং জনপ্রিয়তার উচ্চ শিখরে ওঠা সত্ত্বেও যে গুণাবলীগুলি তিনি ধরে রাখতে পেরেছিলেন, বিপ্লব এবং দলের কাছে, গণআন্দোলনের কাছে নিঃশর্তভাবে ব্যক্তিগত সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করতে পেরেছিলেন — যা আজকাল সচরাচর নামকরা নেতাদের মধ্যে প্রায় দেখতেই পাওয়া যায় না, এটা কিসের ফল? এমন সর্বব্যাপক অবক্ষয়ের মধ্যেও এটা যেখান থেকে এলো, যে রাজনীতি, যে আদর্শ, যে মতবাদ, যে সংগঠনপদ্ধতি, দলের যে মূল শিক্ষাগুলি — যেগুলোকে কেন্দ্র করে এই জিনিস গড়ে উঠেছে, সেই জিনিসগুলি আপনাদের ভাল করে লক্ষ্য করতে হবে, জানতে হবে, বুঝতে হবে। যেমন সুবোধবাবুর শোকমিছিল দেখে অনেকেই বলেছেন, কত লোক কত তারবার্তা, চিঠি পাঠিয়েছেন — "এমন 'ডিসিপ্লিন্‌ড', এমন শোকবহুল মিছিল আমরা এর আগে দেখিনি। সত্যিই আপনারা যে সংস্কৃতির কথা বলেন, রাজনৈতিক আন্দোলনে যে 'কালচারাল টোন'-এর (সংস্কৃতির সুরের) কথা বলেন, শুধু স্লোগান দেন না, শুধু লড়াই-এর কথাই বলেন না — বলেন লড়াই যারা করবে, সেই মানুষগুলি যদি দেহে, মনে, সংস্কৃতিতে লড়াইয়ের উপযুক্ত না হয়, তাহলে শুধু স্লোগান দিয়ে লড়াই জেতা যায় না, মানুষ খেপিয়ে লড়াই জেতা যায় না।" — এই হ'ল এ দলের সাধনা। এইভাবে আমরা এই দলের সমস্ত নেতা ও কর্মীকে গড়ে তুলতে চেয়েছি এবং নিরলসভাবে চেষ্টা করে চলেছি। সকল ক্ষেত্রেই আমরা সফল হয়েছি, এ দাবি আমি করি না। সুবোধবাবু তারই একটা ফল।

যে সুবোধবাবুকে আজ আপনারা মন ঢেলে শ্রদ্ধা করেন — তা একটা নিরলস সংগ্রামের ফল এবং সৃষ্টি। আকাশ থেকে পড়েনি, ঈশ্বর তৈরি করে দেয়নি। শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে গিয়ে আপনারা যদি সেই রাজনীতি, আদর্শটাকে, সেই প্রক্রিয়াটাকে লক্ষ্য না করেন, তাহলে আমার মনে হয় শ্রদ্ধার মধ্যে একটা গুরুতর ফাঁকি থেকে যাবে, মিথ্যা থেকে যাবে। আর মিথ্যা থেকে গেলে আমরা সুবোধবাবুর অপূরিত কাজ পূর্ণ করতে পারব না। কখনও তা সম্ভব নয়। মিথ্যা দিয়ে বড় কাজ হয় না। আর সত্য-মিথ্যায় মিশ্রিত ভাবনা দিয়েও বড় কাজ হয় না। তাই শরৎবাবুকেও[২] বলতে শুনেছিলাম, "মিথ্যা বলা অপরাধ, কিন্তু সত্য-মিথ্যায় জড়িয়ে বলার মতন অপরাধ পৃথিবীতে খুব কমই আছে।" কেন তিনি এভাবে বলেছিলেন? কারণ তিনি জানতেন, মিথ্যা একদিন ধরা পড়েই সত্যানুসন্ধানীদের কাছে, সংগ্রামী মানুষের কাছে। যারা এগোতে চায়, লড়তে চায় — মিথ্যা তারা একদিন ধরবেই। তাই যদি সত্য মিথ্যা জড়িয়ে থাকে, তা হলে সত্য এসে মিথ্যাকে ধরতে বাধা দেয়। মিথ্যাটুকু ধরতে জনগণের অসুবিধা হয়, সত্য খানিকটা মিশে থাকে বলে মিথ্যার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা বড় কঠিন হয়ে পড়ে। আবার সত্যের মধ্যে মিথ্যা জড়িয়ে থাকে বলে, সত্যরূপ প্রতিভাত হতে সময় লাগে — সত্যকে খানিকটা বুঝতে পারলেও ভাল করে বোঝা যায় না। তাই সত্য-মিথ্যায় জড়িয়ে বললে প্রগতিশীল আন্দোলন, অগ্রগতি এবং বড় হবার পথে এর দ্বারা অকল্যাণ সাধন করা হয়। তাই আমরা সত্যাশ্রয়ী — মিথ্যাশ্রয়ী নই। আমরা ভুল করতে পারি। ভুল যে আমরা করি না, তা নয়। কিন্তু মিথ্যাশ্রয়ী আমরা নই এবং সত্য-মিথ্যায় জড়িয়ে বলাকে আমরা আন্তরিকভাবে ঘৃণা করি। এই কথাটা আমি আপনাদের বলতে চাই। এরই সঙ্গে বলতে চাই, সুবোধবাবুকে আপনারা যেমন দেখেছেন, একজন প্রথম সারির নেতাকে যেভাবে দেখেছেন — তা যে রাজনৈতিক আন্দোলন, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের যে বিশেষ প্রয়োগপদ্ধতি এদেশে হওয়ার ফলে সুবোধবাবু একজন সাধারণ মানুষ থেকে, একজন স্কুল শিক্ষক, একজন ব্যাঙ্ক কর্মচারি থেকে ধীরে ধীরে নিজেকে একজন বলিষ্ঠ কমিউনিস্ট নেতার স্তরে উন্নীত করে আজ জনগণের এমন প্রিয় নেতা এবং শ্রদ্ধার পাত্র হলেন এবং জনপ্রিয়তার উচ্চ শিখরে এসেও যিনি হীন ব্যক্তিত্ব এবং ব্যক্তিবাদের হাত থেকে, তার প্রভাব থেকে প্রতিনিয়ত নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছেন, বিপ্লব এবং দলের স্বার্থে, গণআন্দোলনের স্বার্থে এমন নিঃশর্তভাবে

ব্যক্তিগত সমস্ত কিছু ছেড়ে দিতে পেরেছেন, তুলে দিতে পেরেছেন — আনন্দের সঙ্গে, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে — এটা সোজা কথা নয়, এটা মামুলি কথা নয়। বক্তৃতা করার ক্ষমতা অনেক নেতারই থাকে, লেখবার ক্ষমতাও অনেক নেতার থাকে। আন্দোলনের কোন স্তরেই এসব লোকের তেমন অভাব দেখা দেয়নি। কিন্তু অতি কম নেতার চরিত্রের মধ্যেই এই দিকটা দেখতে পাওয়া গেছে।

এ ধরনের মানুষ বিপ্লবী আন্দোলনে কম এসেছেন, এদেশে তো অনেক কম এসেছেন — আমি বলব। এটা কাউকেই আঘাত দেবার জন্য বা ছোট করার জন্য আমি বলছি না। এদেশে আন্দোলন, লড়াই বহু হয়েছে; জনপ্রিয় নেতাও বহু এসেছেন, বাগ্মীরও কিছু অভাব হয়নি। কিন্তু অভাব হয়েছে শুধু এই দিকটার। মুখে যা বলি, জীবনে তা প্রয়োগ করি না। বেশিরভাগ নেতাই মুখে যে আদর্শবাদের কথা বলেন, যা প্রচার করেন, নিজের জীবনে তা প্রয়োগ করেন না। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের কথা শুধু রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে, মাঠে-ময়দানে বক্তৃতা করার সময় বলেন, অথচ জীবনে তাকে প্রয়োগ করেন না। পারিবারিক জীবন, ব্যক্তিগত জীবন, রুচি-সংস্কৃতি — জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রকে পরিব্যাপ্ত করে আদর্শ অনুযায়ী নিজেকে গড়ে তোলবার জন্য অনেক বড় নামকরা নেতারাও সংগ্রাম পরিচালনা করেন না। এই দিকটার প্রতি তাঁরা কোন নজরই দেন না, তুচ্ছ করে দেখেন। আর এই দিকটাকে তুচ্ছ করার ফলে এই ছিদ্রপথেই বহু সম্ভাবনাময় বড় বিপ্লবীও শুধু যে চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রেই বিপথগামী হয়ে পড়েন তাই নয়, শেষপর্যন্ত বিপ্লবী চরিত্রেরও অধঃপতন ঘটে। ইতিহাসের পাতায় পাতায় এর ভুরি ভুরি নজির আছে। আর এই জায়গাতেই সুবোধবাবু ছিলেন সত্যিকারের অর্থে বড়, বহু প্রতিষ্ঠিত নেতার থেকেও বড় এবং এই জায়গাতে সুবোধবাবুর চরিত্র একটি উঁচুদরের কমিউনিস্ট চরিত্র। এদেশে এ জিনিস খুব বেশি হয়নি। সুবোধবাবু এ জিনিসটিই দেখিয়ে গেছেন — নিজের জীবনের শেষ দিন, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নিরলস সংগ্রাম করে। তাই তাঁর জীবন থেকে শিখতে গেলে, তাঁকে যথার্থ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে গেলে, তাঁর চরিত্রের মাধুর্য, ত্যাগ, তাঁর সমস্ত গুণাবলীকে আমরা বিচ্ছিন্ন করে দেখতে পারি না।

আমাদের বুঝতে হবে, মানুষের গুণাবলী আকাশ থেকে পড়ে না — সেগুলি একটা সংগ্রামের ফল। যাঁরা মনে করেন প্রতিভা, ব্যক্তিত্ব, ক্ষমতা — এগুলি জন্মগত, আমি তাঁদের সঙ্গে একমত নই। আমার মতে সামাজিক যে পরিবেশের মধ্যে মানুষ জন্ম নেয়, সেই পরিবেশের সঙ্গে ব্যক্তিসত্তার নিয়ত দ্বন্দ্ব-সংঘাত ঘটে। তাই তার পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিয়ত সংগ্রাম করেই মানুষ বেঁচে থাকে এবং গড়ে ওঠে। পরিবেশের সাথে এই যে নিয়ত দ্বন্দ্ব-সংঘাত চলছে, সেখানে একজন মানুষ কেমন করে, কীভাবে সংগ্রাম করে, কোন্ আদর্শ-নীতি ও কোন্ দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা পরিচালিত হয়ে কতটা যোগ্যতার সঙ্গে সে তার সংগ্রাম পরিচালনা করতে সক্ষম হয়, তারই উপর নির্ভর করে সেই মানুষটি জীবনে কেমন রূপ নিয়ে গড়ে উঠবে। তাই প্রতিভা, ব্যক্তিত্ব, ক্ষমতা — এগুলি হচ্ছে এক একটি বিশেষ ধরনের সংগ্রামের ফল। তাই আমরা বলি, মানুষ ইতিহাসের সৃষ্টি। আবার এই মানুষই তার চিন্তা-ভাবনা, ক্রিয়া-কর্ম ও সংগ্রামের দ্বারা ইতিহাসকে প্রভাবিত করে, এমনকী ইতিহাস সৃষ্টি করে। তাই যাঁরা মানুষ সৃষ্টির পিছনে এই প্রক্রিয়াকে লক্ষ্য না করে, 'প্রসেস্'কে (প্রক্রিয়া) লক্ষ্য না করে শুধুমাত্র প্রতিভাকে তারিফ করেন, তাঁরা কিন্তু নিজের অজান্তে হলেও এই তত্ত্বই প্রচার করেন যে — প্রতিভা জন্মগত। এই তত্ত্বও অবৈজ্ঞানিক, অনৈতিহাসিক। কমরেড সুবোধ ব্যানার্জীর চরিত্রের গুণাবলীও দলের ভিতরে ও বাইরে একটা নিরন্তর সুনির্দিষ্ট সংগ্রামের ফল। তা আদর্শবিহীন, নীতিহীন, স্লোগানসর্বস্ব সংগ্রাম নয়, বা জনগণের কতকগুলি দাবি নিয়ে একটা যেকোন ধরনের সংগ্রাম নয়। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ, দলের চিন্তাধারা এবং মূলশিক্ষাগুলি ও বিপ্লবী রাজনৈতিক লাইনের ভিত্তিতে একটা সুদৃঢ়, সুনির্দিষ্ট ও নিরন্তর সংগ্রামের ফল, নীতিভিত্তিক সংগ্রামের ফল, আদর্শভিত্তিক সংগ্রামের ফল। সংগ্রাম তো অনেক নেতাই করেছেন, কিন্তু সকলেই কি নিঃশর্তভাবে ব্যক্তিগত সবকিছু বিপ্লবের স্বার্থে দলের কাছে হাসিমুখে জলাঞ্জলি দিতে পেরেছেন? জেলেও তো সকলেই গিয়েছেন, কিন্তু রুচি-সংস্কৃতির যে উচ্চমান আয়ত্ত করতে পারলে এটা করা সম্ভব, তাঁরা সকলেই কি সেই উচ্চ স্তরে উঠতে পেরেছেন — দেহে-মনে, রুচি-সংস্কৃতিতে — সর্বদিক থেকে বিপ্লবের উপযুক্ত করে নিজেদের গড়ে তুলতে পেরেছেন? অনেক ত্যাগ স্বীকার করেও অনেক নেতাই এটা পারেননি। কাজেই, যদিও সংগ্রামই মানুষ সৃষ্টি করে, তবুও মনে রাখতে হবে, শুধু সংগ্রাম করলেই এ ধরনের মানুষ সৃষ্টি হয় — এটা সত্য নয়। সত্য হচ্ছে, একটা সুনির্দিষ্ট আদর্শ, নীতি, কর্মপন্থা এবং একটা জীবনবেদ নিয়ে সঠিক পদ্ধতিতে যে

সংগ্রাম, সেই সংগ্রামই এ ধরনের মানুষ গড়ে তোলে। কাজেই সুবোধবাবুকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করার সময় এই কথাটা মনে না রাখলে তো তাঁকে যথার্থ অর্থে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা যাবে না, ঠিক ঠিক তাঁকে বোঝা যাবে না। তাই আমি এই দিকটার প্রতি জোর দিতে চাই, আমি এই দিকটাকেই বড় করে দেখতে চাই এবং আপনাদের কাছে তুলে ধরতে চাই।

আপনাদের শুধু বলব যে, আগামী দিনে আবার সংগ্রাম আসবে। রাজনীতি যদি ভুল হয়, আদর্শ যদি ভুল হয়, সংগ্রামের নীতি-নৈতিকতা বলে যদি কোন জিনিস না থাকে — মানুষ লড়বে, ক্রোধে ফেটে পড়বে, কিন্তু আন্দোলন বেশি দূর এগোতে পারবে না। কোন একটি আন্দোলন তখনই 'ডিসিসিভ' হয়, তখনই অমোঘ হয়, ক্ষুদ্র থাকলেও শক্তি সঞ্চ য় করতে করতে শেষ পর্যন্ত বিজয় অর্জন করে — যখন তা আদর্শভিত্তিক, সুনির্দিষ্ট এবং উচ্চমানের রুচি ও সংস্কৃতির পর্দায় বাঁধা। শুধু বলবার সময়, বক্তৃতা করবার সময় আদর্শের কথা নয়, সংগ্রামের মধ্যে মানুষগুলিকে তার সংস্পর্শে এনে তারই সোনার কাঠির স্পর্শে দেহে, মনে, সংস্কৃতিতে পুরনো সমাজ থেকে আহরিত রুচি-সংস্কৃতির কাঠামোর ভিতকে নাড়া দিয়ে মানুষগুলিকে একেবারে পাল্‌টে দেওয়ার জন্যই আদর্শের প্রয়োজনীয়তা, পরিবর্তন আনবার জন্য বিপ্লব সাধন করবার উপযুক্ত করে মানুষগুলোকে গড়ে তোলবার জন্যই নীতি আদর্শের এত গুরুত্ব। তাইতো মাও সে-তুংকে বলতে শুনি, শুধু বই পড়ে মার্কসবাদ আয়ত্ত করা যায় না। মার্কসবাদ সম্বন্ধে অনেক কথা বলতে পার, লিখতে পার, বড় বড় পণ্ডিতদের লেখা থেকে যখন তখন 'কোট' (উদ্ধৃত) করতে পার — তাহলেই বোঝা যায় না যে, মার্কসবাদ সম্বন্ধে তোমার যথেষ্ট উপলব্ধি ঘটেছে, তুমি চৌকস জ্ঞানের অধিকারী হয়েছ। আবার তুমি মাঠে-ঘাটে, মজুর-চাষী, সৈন্যবাহিনীকে সংগঠিত করেছ, এর থেকে অনেক অভিজ্ঞতাও অর্জন করেছ, সংগঠনের ক্ষেত্রে অনেক প্রতিভাও দেখিয়েছ — এর দ্বারাও প্রমাণ হয় না যে, তুমি মার্কসবাদ যথার্থ উপলব্ধি করেছ এবং তার চৌকস জ্ঞানের অধিকারী হয়েছ। তাহলে কী দিয়ে বোঝা যাবে যে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের যথার্থ উপলব্ধি ঘটেছে? বোঝা যাবে, এ দুটোকে দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় মেলাতে পারলে, 'কো-রিলেট' করতে পারলে। কিন্তু কো-রিলেট করা, অর্থাৎ সমন্বয় সাধন করা বলতে কী বোঝায়? ধরুন, একজন বই পড়ে, আলাপ-আলোচনা করে, বহু তর্ক-বিতর্ক করে তত্ত্ব আয়ত্ত করেছেন, পণ্ডিত হয়েছেন। এবার তিনি গ্রামে চলে গেলেন, সেখানে গিয়ে এক বছর-দু'বছর চাষী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ধারণা হ'ল — তত্ত্বের জ্ঞান তো আমার ছিলই, এবার আমি চাষীদের মধ্যেও কাজ করলাম। ফলে আমার তত্ত্বজ্ঞানের সঙ্গে ব্যবহারিক জ্ঞান অর্থাৎ 'প্র্যাকটিসে'র সমন্বয় সাধন হয়ে গেল। আবার একজন দশ বছর চাষী-মজুরদের নিয়ে সংঘর্ষ করেছেন, লড়াই করেছেন, জেলে গেছেন, এ ব্যাপারে যথেষ্ট অভিজ্ঞতাও অর্জন করেছেন। এবার তিনি ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে বসে বছরখানেকের মধ্যে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের যত ক্ল্যাসিক্স-এর বই বড় বড় মার্কসবাদী দার্শনিকের লেখা আছে সেগুলো পড়ে শেষ করে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভাবতে শুরু করলেন প্র্যাকটিক্যাল অভিজ্ঞতা তাঁর তো ছিলই — এবার তার সঙ্গে তত্ত্বজ্ঞানের সংযোগসাধন হয়ে গেল। কাজেই, মার্কসবাদ শেখার তাঁর আর কী বাকি রইলো? না কমরেডস্! ব্যাপারটা এত সহজ নয়, এত সরলীকৃত নয়। মাও সে-তুং বলছেন, 'থিওরি অ্যান্ড প্র্যাকটিস'-এর (তত্ত্ব ও ব্যবহারের) কো-রিলেশন বলতে এটা বোঝায় না। এটা কো-রিলেশন সংক্রান্ত যান্ত্রিক ধারণা। তাহলে কী করে বোঝা যাবে যে, যথার্থ দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে কো-রিলেশন ঘটল? সত্য সত্যই 'থিয়োরি' এবং 'প্র্যাকটিস' — এ দুটোর একটা যথার্থ মিলন ঘটল ও মার্কসবাদের চৌকস জ্ঞান আয়ত্ত হ'ল? বোঝবার একটিই মাত্র উপায়। তাহল, দেখতে হবে, সে মানুষটির জীবনে রুচি-সংস্কৃতির উচ্চ মান প্রতিফলিত হচ্ছে কিনা। কী অপূর্ব, কী অদ্ভুত কথা! অর্থাৎ তার জীবনটাই পাল্‌টে গেছে কিনা।

এই কথাটাই মার্কস আর একভাবে বলেছিলেন — সর্বহারাশ্রেণী বিপ্লবে নেতৃত্ব দেবে, বিপ্লব করবে, কিন্তু শুধু স্লোগান দিয়ে, শুধু লড়াই করে, শুধু জান দিতে পারলেই তারা এই মহান দায়িত্ব পালন করতে পারবে না। ততদিন করতে পারবে না, যত দিন সর্বহারারা বিপ্লবের উপযোগী করে নিজেদের পরিবর্তিত করতে না পারবে। শ্রমিক যদি নিজেকে পাল্‌টাতে না পারে, বিপ্লবের উপযোগী করে নিজেকে গড়ে তুলতে না পারে, তবে শুধু স্লোগান দিয়ে, শুধু মরে বিপ্লব করতে পারবে না। এস ইউ সি আই এই মূল মন্ত্রে বিশ্বাসী। বিশ্বাসী বলেই শুধু সুবোধবাবু নন, খোঁজ করলেই জানতে পারবেন, এ দলে যারা নিঃশর্তভাবে ব্যক্তিগত সমস্ত কিছু,

এমনকী স্নেহ-মমতা, ভালবাসা, প্রীতি, পরিবার — সবকিছু স্বেচ্ছায়, আনন্দের সঙ্গে বিপ্লবের স্বার্থে দলের কাছে সমর্পণ করতে না পারে, তাদের কারোর পক্ষে এই দলের প্রথম সারির নেতা হবার উপায় নেই। 'সোস্যাল ব্যাক্‌গ্রাউন্ড' (সামাজিক বা বংশগত পরিচিতি), বিদেশি ডিগ্রি, বক্তৃতা করবার ক্ষমতা, জেলে যাওয়া — এগুলো থাকলেই এ দলের প্রথম সারির নেতা হওয়া যায় না। কাজেই কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী একজন নামকরা নেতা ছিলেন, প্রথম সারির নেতা ছিলেন — এটুকু বুঝলেই তো ভাই হবে না, যদি না তার সাথে এ জিনিসটাও আপনারা মনে রাখেন যে, সুবোধবাবু একটা অক্লান্ত সংগ্রাম — আদর্শ-নীতি-সংস্কৃতি সংমিশ্রিত একটা সংগ্রাম — রাজনৈতিক আন্দোলনে এস ইউ সি আই যেটা শুরু করেছিল এবং আজও চালিয়ে যাচ্ছে, তারই একটা ফল, সেই সংগ্রামের প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট একটি স্মরণীয় চরিত্র। এই কথাটা মনে রাখতে পারলেই সুবোধবাবুর প্রতি সত্যিকারের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হবে।

এই প্রসঙ্গে একটি প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে আমি পারি না। কারণ, অনেক সমর্থক এবং বাইরের বহু বন্ধু-বান্ধব একটা প্রশ্ন আমাকে করেছেন — অনেকে প্রশ্ন করেছেন, অনেকে জানতে চেয়েছেন। প্রশ্নটা হ'ল এই যে, "সুবোধবাবু মারা যাওয়ার পর তাঁর শবদেহ যখন দাহ করা হ'ল, তখন মুখাগ্নি কে করেছেন?" কেউ কেউ প্রশ্ন করেছেন, "কোন 'রাইচুয়াল্‌স্' (শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান) বা মুখাগ্নি করা হ'ল না কেন? অনেক নেতার তো করা হয়; এমনকী অনেক কমিউনিস্ট নেতারও তো করা হয়! আপনারা কেন করলেন না?" আমি এসব প্রশ্নের উত্তর কাগজে তো দিতে পারিনি। অনেকেই প্রশ্ন করেছেন বলেই মনে হচ্ছে, জনতার মধ্যে বহু লোকেরই হয়তো এটা প্রশ্ন। তাই এ প্রশ্নের উত্তর আমি আপনাদের দিতে চাই। প্রথমেই আমি আপনাদের জানাতে চাই যে, আমরা মনে করি, যার যা আদর্শ ও বিশ্বাস, সেই অনুযায়ী সকলেরই আচরণ করা উচিত। না করলেই অসত্যাচরণ হয়, মিথ্যাচার হয়। আপনারা সকলেই জানেন, সুবোধবাবু একজন 'এথিস্ট' (নাস্তিক) ছিলেন, তিনি মার্কসবাদ-লেনিনবাদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে তিনি জীবনদর্শন হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন — শুধু রাজনৈতিক সংগ্রামে পার্টি প্রোগ্রাম তৈরি করার একটা দর্শন বা তত্ত্ব হিসাবে গ্রহণ করেননি। আর মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিষয়বস্তু হচ্ছে এই পার্থিব জগতটা। আমরা মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা, কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা 'পরলোক', 'আত্মার অস্তিত্ব' — এসব বিশ্বাস করি না। এসব আমরা শুধু বিশ্বাস করি না তাই নয়, আমরা মনে করি, এই বদ্ধমূল বিশ্বাস জনতার সত্যোপলব্ধির পথে একটা দুর্লঙ্ঘ্য বাধা। বিজ্ঞান ও মার্কসবাদ-লেনিনবাদের এটা মূল ভিত্তি।

সুবোধবাবু ছিলেন 'এথিস্ট'। তিনি ছিলেন একজন সত্যিকারের মার্কসবাদী এবং আপনারা সকলেই জানেন, তিনি ছিলেন তাঁর আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাবান এবং 'ডেডিকেটেড্'। 'সর্বত্যাগী-সন্ন্যাসীর মতন' বলে যে কথা আপনারা বলেছেন, তিনি কিন্তু তাঁর আত্মার মুক্তির জন্য তা হননি। আমরা মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা মনে করি, পার্থিব জীবনে মানুষের কল্যাণ, সমাজের অগ্রগতি, ব্যক্তির বিকাশ ও সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য, বিপ্লবের জন্য নির্দ্বিধায়, আনন্দের সঙ্গে সর্বস্ব দিতে পারা — এরই মধ্যে রয়েছে ব্যক্তির চরম সার্থকতা এবং মুক্তি। সুবোধবাবুও এই কথাটাই মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন। সুবোধবাবুকেও যাঁরা জানেন, তাঁরাই জানেন — যা তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন, সেগুলি তিনি যেমন বাইরে প্রচার করতেন, নিজের জীবনেও সেগুলি তিনি অক্ষরে অক্ষরে প্রয়োগ করবার জন্য নিরলস সংগ্রাম করতেন। আর এইটি করতেন বলেই তো আপনারা তাঁকে এতখানি বিশ্বাস করতেন, এতখানি শ্রদ্ধা করেন। আমিও বলি, এই জন্যই তিনি যথার্থ শ্রদ্ধার পাত্র। বরং এইটি না পারলেই তিনি ছোট হয়ে যেতেন, সাধারণ হয়ে যেতেন। তাঁর মতন একজন প্রতিষ্ঠাবান নেতা — সাধারণ মানুষ তো তিনি নন, বা সাধারণ কর্মীও তিনি ছিলেন না যে পরিবারের চাপের কাছে নতিস্বীকার করতে হবে, বা জনগণ তাঁকে ভুল বুঝবে। সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, কর্মের মধ্য দিয়ে, লড়াই-এর মধ্য দিয়ে, নিষ্ঠার মধ্য দিয়ে অগণিত মানুষের হৃদয় যিনি জয় করেছেন, সেই মানুষ যদি মুখে যা বলেন তা না করেন, তবে তো এই বিশ্বাসের ভিত্তিটাই ভেঙে পড়ে। যিনি যা বিশ্বাস করেন, সত্য বলে মনে করেন, সেইটা মেনে চলাই তো তাঁর পক্ষে সত্য পালন। তাঁকে মানুষ ভুল বুঝবে কেন? ভুল বোঝবার কিছুই নেই। সুবোধবাবু ছিলেন আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাবান, সত্যাশ্রয়ী। তাই তিনি মৃত্যুর আগে এটা বলেই গিয়েছিলেন — "আত্মীয়স্বজনদের মধ্য থেকেও যদি চাপ আসে, তাহলেও যেন কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করা না হয়। দল করবে না জানি, কিন্তু জনসাধারণের অনুরোধেও যেন কোনরূপ ধর্মানুষ্ঠান পালন করা না হয়।" আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে এবং

জনসাধারণের কাছ থেকে অবশ্য এরূপ কোন অনুরোধ আসেনি। এটাও কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয়। যদিও এরূপ হলেও এ ক্ষেত্রে আমরা তা মেনে নিতে পারতাম না। কারণ আমার মতে, আমাদের দলের মতে, তা 'হিপোক্রিসি'র (ভন্ডামির) নামান্তর হত।

এতবড় একজন নেতা, একজন বলিষ্ঠ নেতা — যাঁর চরিত্রের সততা এবং নিষ্ঠায় বিশ্বাস করেই, ভরসা করেই, জনতা তাঁর হাতে নেতৃত্বের অধিকার তুলে দিয়েছেন, তিনি যদি মুখে যা বলেন, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে তা নিষ্ঠার সঙ্গে প্রয়োগ না করেন, তাহলে জনসাধারণের বিশ্বাসের জায়গা আর কোথায় থাকে? নেতাদের আচরণে যদি এই মিথ্যাচার থেকে যায়, তবে বিশ্বাসের জোর জনসাধারণ খুঁজে পাবে কোথায়? আর আমাদের দেশের গণআন্দোলন, বিপ্লবী আন্দোলনের সামনে এইটাই একটা বড় সমস্যা। নেতারা বলবেন মার্কসবাদ-লেনিনবাদ — শ্রাদ্ধ করতে বসবেন পিতার 'পরলোকে' তাঁর 'আত্মা'র তৃপ্তির জন্য। মুখে বলবেন — 'আমি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী', অথচ জনপ্রিয়তা হারাবার ভয়ে ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালন করবেন এবং মৃত্যুর পর তাঁদের মুখাগ্নি করা হবে। এই হিপোক্রিসির ফলেই ভারতবর্ষের বিপ্লবী আন্দোলনের নৈতিক বল, তার মেরুদণ্ডই ভেঙে পড়ছে। শুধু স্লোগান দিয়ে বিপ্লব তৈরি হবে না — হয় না। আমাদের দল ভারতবর্ষের বিপ্লবী আন্দোলনকে নীতি-নৈতিকতার, সত্যনিষ্ঠার একটা দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে নিরলস সংগ্রাম করে চলেছে, এবং আমি জানি দেশের মানুষও বড় আশা নিয়ে এই দলটির দিকে তাকিয়ে আছেন। আমরা জনতার এই বিশ্বাসকে ভেঙে দিতে পারি না। তাই আমরা সুবোধবাবুকে কলঙ্কিত করতে চাইনি। শেষ দিন পর্যন্ত তিনি একটি উজ্জ্বল নাম, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি আদর্শ থেকে বিচ্যুত হননি। কোনরকম দুর্বলতা বা চাপের কাছে নতিস্বীকার করেননি। যদিও এ ব্যাপারে চাপ অবশ্য কেউ দেয়নি। এই দেশটার মানসিক গঠনের কথা মনে রাখলে এটাও কি কম আশ্চর্যের ব্যাপার! সাধারণত আমাদের সমাজে আত্মীয়স্বজনেরা চাপ দেয়। সুবোধবাবুর স্ত্রী এবং কন্যা এখানে উপস্থিত আছেন। আপনারা খোঁজ করলেই জানতে পারবেন, তাঁরা ঘুণাক্ষরেও এটা চাননি। তাঁরা বরঞ্চ হাজার হাজার কর্মীর সামনে ইলেক্ট্রিক চুল্লিতে যখন শবদেহ তুলে দেওয়া হয়েছে, তখন সকল কমরেডদের সাথে একই সঙ্গে 'লাল সেলাম' দিয়ে তাঁকে বিদায় দিয়েছেন। তাঁরা কেউ বলেননি — 'আমরা মুখাগ্নি করব।' বললেও আমি তাঁদের বোঝাবার চেষ্টা করতাম। কিন্তু তাঁরা বলেননি। বলেননি, কারণ তাঁরাও সুবোধবাবুর দ্বারা উদ্বুদ্ধ। তাঁরা দলের আদর্শ বোঝেন। অতটুকু যে মেয়ে, তিনিও বোঝেন এটা করলে তাঁর বাবার নিষ্ঠা, তাঁর বাবার সুনামের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা হত, তাঁকে কলঙ্কিত করা হত। না — একথা চিন্তাই করেননি তাঁরা। তাই আমরা তাঁর ক্ষেত্রে ধর্মানুষ্ঠান কিছু করিনি। মুখাগ্নি কেউ করেনি। আমাদের কমরেডরা লাল সেলাম দিয়ে দাঁড়িয়েছেন, দাঁড়িয়ে তাঁকে শেষ বিদায় দিয়েছেন, অশ্রুজল, আর 'সুবোধ ব্যানার্জী লাল সেলাম, তোমাকে আমরা ভুলব না, তোমাকে আমরা মনে রাখব' — এই ধ্বনির মধ্য দিয়ে। (এই সময় কমরেড ঘোষের কণ্ঠস্বর আবার কান্নায় ভেঙে আসে — কিছুক্ষণ সময় নিয়ে তিনি আবার বলতে শুরু করেন) তাঁর কন্যা ও স্ত্রীও এই প্রক্রিয়ায় সামিল হয়েছেন। অন্য অনুষ্ঠানের কথা তাঁদের মনেই হয়নি। এইটাই আমি ভাল করে দেখাতে চাইছিলাম। শুধু বাইরে বিপ্লব করলেই তো হয় না। পারি বা না পারি — পরিবারের মানুষগুলোকেও তো আমার বিপ্লবী আদর্শ, চিন্তা-ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য সংগ্রাম করতে হয়। বিপ্লবটা শুধু বাইরে, ঘরে বিপ্লব নয় — না, সুবোধবাবু এর বিরুদ্ধে একটা তীব্র এবং জ্বলন্ত প্রতিবাদ। সুবোধবাবু তাঁর সারা জীবন দিয়ে বলে গেলেন — এই মিথ্যাচারই এত কোরবানি সত্ত্বেও আমাদের মুক্তির দরজা খুলে দিতে পারেনি। নেতা অনেক এসেছে, কিন্তু নেতৃত্ব, কর্মযজ্ঞ, আন্দোলন এই মিথ্যাচার থেকে মুক্ত হয়নি বলে এত কোরবানি সত্ত্বেও আমরা আজও মুক্তি অর্জন করতে পারিনি।

আর বেশিক্ষণ আমি বলব না। শুধু বলব এইটুকুই যে, যাঁরা সত্যি সত্যিই সুবোধবাবুকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে চান — যেমন অন্যরা বলেছেন, তেমনই তাঁদের সঙ্গে আমিও আপনাদের কাছে আবেদন জানাব — জীবন দিয়ে তিনি যে জন্য সংগ্রাম করে গেলেন, তাঁর অপূরিত কর্ম ঠিক তাঁরই মতন করে নিষ্ঠার সঙ্গে, সেই আদর্শকে সামনে রেখে, সেই রাজনীতিকে বোঝবার জন্য আপনারা আত্মনিয়োগ করুন, দলে দলে আপনারা বিপ্লবী রাজনীতিতে সামিল হোন। তাহলেই আমরা কমরেড সুবোধ ব্যানার্জীর প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে পারব, তাঁর প্রতি আমরা যথার্থ মর্যাদা দেখাতে পারব। তা না হলে, তাঁর প্রতি মর্যাদা দেখানোটাও হবে আমাদের মিথ্যাচার — একটা লোকদেখানো ব্যাপার।

এই কথা বলে আমি তাঁর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা, আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। আপনারা সকলেই জানেন, দীর্ঘদিন তিনি আমার সহযোদ্ধা ছিলেন। সাময়িকভাবে হলেও আমাদের দলের অপূরণীয় ক্ষতি হ'ল, গণসংগ্রামের অপূরণীয় ক্ষতি হ'ল — সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস, মানুষ এগিয়ে এসে এ ক্ষতি পূরণ করবেই। এইটুকু বলেই আমি আমার বক্তব্য এইখানেই শেষ করলাম।

কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী জিন্দাবাদ।
কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী লাল সেলাম।
ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ।

১। সভায় অন্যান্য বামপন্থী দলের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন এবং কমরেড সুবোধ ব্যানার্জীর স্মরণে তাঁরা ভাষণ দিয়েছিলেন।
২। মহান ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ প্রদত্ত ভাষণ।
১৯৭৪ সালের ১৫ অক্টোবর
দলের ইংরেজি মুখপত্র
'প্রোলেটারিয়ান এরা'য় প্রথম প্রকাশিত হয়।